শ্রমওকর্মসংস্থানমন্ত্রক

অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ১৫ হাজার ৭০৫টি বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে

Posted On: 29 DEC 2017 10:55AM by PIB Kolkata

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক দেশের প্রত্যেক শ্রমিকের চাকরি, বেতন এবং সামাজিক নিরাপত্তার প্রতি দায়বদ্ধ। শ্রম আইনগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করা ছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে প্রত্যেক শ্রমিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এই মন্ত্রক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। ভারত সরকার কর্মসংস্থানকে তাদের উন্নয়নী কৌশলের অঙ্গ হিসাবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির মাধ্যমে শিল্পকে উৎসাহিত করেছে, 'দক্ষ ভারত' কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের কর্মযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়ার মতো কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্ভাবন ও শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করে চলেছে।

১) শ্রমিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ

২০১৭ সালে মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে 'দ্য ম্যাটারনিটি বেনিফিট (অ্যামেন্ডমেন্ট)অ্যাক্ট, ২০১৭' কার্যকর হয়েছে। নতুন এই আইনের ফলে কর্মরত মহিলাদের মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা ১২ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ করা হয়েছে। এছাড়া, ৫০ বা তার বেশি শ্রমিক কাজ করেন এমন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের শিশুদের জন্য অস্থায়ী আবাস রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেসব মহিলা দত্তক নেবেন, তাঁদের জন্য ১২ সপ্তাহের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা হয়েছে।

শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্রেও ২০১৭ সালে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে 'দ্য চাইল্ড লেবার(প্রহিবিশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ০২.০৬.২০১৭ তারিখে এর জন্য গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এছাড়াও, শিশু শ্রম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের দুটি চুক্তি ভারত অনুমোদন করেছে। শিশু শ্রম প্রতিরোধের জন্য সংশোধিত আইনটি যথাযথভাবে রূপায়ণের লক্ষ্যে নজরদারির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে ২৬.০৯.২০১৭ তারিখে একটি অনলাইন পোর্টালও চালু করা হয়েছে। দেশের ৭১০টি জেলার মধ্যে ৪৩১টি জেলার শিশু শ্রম সংক্রান্ত নোডাল অফিসাররা এই পোর্টালেনথিভুক্ত হয়েছেন।

চলতি বছরে অসংগঠিতক্ষেত্রের শ্রমিকদের কল্যাণেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিড়ি,সিনেমা এবং কয়লা নয় এই ধরনের খনি শ্রমিকদের জন্য আবাসনের ভর্তুকি ৪০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করা হয়েছে। ২৫.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে অসংগঠিতক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ১৫ হাজার ৭০৫টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বন্ধুয়া শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য একটি সংশোধিত প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ২০১৭'র ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬,৪১৩ জন বন্ধুয়া শ্রমিকের পুনর্বাসনের জন্য ৬৬৪.৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়াও, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে এ সংক্রান্ত সমীক্ষা, মূল্যায়ন এবং সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আরও ১০৭.২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

কৃষি, অকৃষি,নির্মাণ সহ কেন্দ্রীয় সমস্ত ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতন প্রায় ৪০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে।২৭.০২.২০১৭ তারিখে অঞ্চল-ভিত্তিক অকৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম দৈনিক বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

শ্রমিকদের বেতন প্রদান সংক্রান্ত আইনের সংশোধনী বিষয়ে চলতি বছরের ২৫ এপ্রিল বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। শ্রমিকদের বেতন হয় চেক অথবা তাঁদের অ্যাকাউন্টে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। কর্মসংস্থানকারীরা যাতে তাঁদের শ্রমিকদের বেতন সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অথবা চেকের মাধ্যমে কিংবা নগদে দিতে পারে সংশোধিত আইনে তার সংস্থানরাখা হয়েছে। ১৯৩৬ সালে পেমেন্ট অফ ওয়েজেস অ্যাক্ট অনুসারে শ্রমিকদের বেতনের ঊর্ধ্বসীমা ১৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৪ হাজার টাকা করা হয়েছে। শ্রমিকদের বেতন সরাসরি তাঁদের অ্যাকাউন্টে নগদবিহীন লেনদেনের মাধ্যমে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁদের নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য ১৫০৮০৩ টি শিবির করে মোট ৪৯৬৬৪৮৯টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

সমস্ত শ্রমিক ওকর্মচারীকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ২০১৭'র জানুয়ারি মাস থেকে একটি অভিযান চালু করা হয়েছে। যার ফলে, অতিরিক্ত ১ কোটিরও বেশি কর্মচারী এই ব্যবস্থার আওতায় এসেছেন। সমস্ত এমপ্লোয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্রাহকশ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য অ্যাকাউন্ট নম্বর পোর্টেবিলিটি সুবিধা দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও, আবাসনের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে অর্থ তোলার ব্যবস্থাও হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়াও দেশের সরকারি-বেসরকারি ১৩টি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ লেনদেনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র কর্মচারীদের জন্যই নয়,কর্মসংস্থানকারীরাও যাতে সহজে প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ জমা দেওয়া, রিটার্ন ফাইল করা সহ অন্যান্য কাজ করতে পারেন, তার জন্য অনলাইন ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দেশের বাইরে কর্মরতদক্ষ, পেশাদার ভারতীয় শ্রমিকদের সুরক্ষিত রাখতে ১৯টি দেশের সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও, সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধাদিতে শ্রমিকদের জন্য আরও বেশি করে বিমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মচারী বিমার আওতায় অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৪০ হয়েছে। দেশের ৩২৫টি জেলায় সম্পূর্ণভাবে, ৮৫টি জেলায় আংশিকভাবে এবং ৯৩টি জেলার সদরে ইএসআই-এর সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। বিমাকৃত শ্রমিক-কর্মচারীদের ক্ষতায়নের লক্ষ্যে ই-বিজ প্ল্যাটফর্ম এবংই-পেহচান নামে দুটি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন, বোনাস এবং অন্যান্য সুবিধা সংক্রান্ত ৪টি শ্রম আইনকে সংযুক্ত করে একটি 'কোডঅন ওয়েজেস বিল, ২০১৭' লোকসভায় ১০.০৮.২০১৭ তারিখে পেশ করা হয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডএবং কর্মচারী বিমার জন্য একটি সংযুক্ত নথিভুক্তির ফর্ম চালু করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যেও এ বছর কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কর্মপ্রার্থী এবং কর্মসংস্থানকারীদের অভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনের জন্য ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস নামে একটি পোর্টাল চালু করা হয়েছে। ডাকবিভাগের মাধ্যমেও কর্মপ্রার্থীরা এই পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। বিভিন্ন কর্মসংস্থানকারী সংগঠন, জব পোর্টাল-এর সঙ্গেও মন্ত্রকের পক্ষ থেকে সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়েছে। সমস্ত সরকারি কর্মখালির ঘোষণা এই পোর্টালের মাধ্যমে করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সারা দেশের তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য ২৫টি ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে তপশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত কর্মপ্রার্থীদের প্রশিক্ষণ, কাউন্সেলিং সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। অন্যভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য এই ধরনের ২১টি ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস সেন্টারগড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়াও, সারা দেশে ১০০টি মডেল কেরিয়ার সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের প্রস্তাব সরকার অনুমোদন করেছে। ২০১৭'র নভেম্বর মাস পর্যন্ত সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ৭২৫টি 'জব ফেয়ার' বা চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

কর্মসংস্থানকারীরা যাতে কর্মপ্রার্থীদের জন্য আরও বেশি করে নিয়োগে উৎসাহিত হন, তার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী রোজগার প্রোৎসাহন যোজনা চালু করেছে। এর মাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে কর্মচারীদের পেনশন বাবদ প্রদেয় অর্থ তিন বছরের জন্য সরকার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এই প্রকল্পের জন্য চলতি অর্থবর্ষের বাজেটে ১ হাজার কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে। এ বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সারা দেশের ২১ হাজার ৮৪১টি প্রতিষ্ঠান এই যোজনায় নথিভুক্ত হয়েছে। এরফলে, ১৩৭৪৬২৬ জন শ্রমিকের পেনশন বাবদপ্রদেয় অর্থ সরকার দিয়েছে। এর জন্য মোট ১৭৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

(Release ID: 1514570) Visitor Counter : 8